দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যের আদি জীবন বিভিন্ন গ্রন্থের মাধ্যমে তুলনামূলকভাবে আলোচনা এবং গৌরচন্দ্র-বিষয়ক পদগুলি অবলম্বনে চৈতন্যজীবনের বিস্তৃত বিশ্লেষণ।

শ্রীচৈতন্যের পিতামহের নাম উপেন্দ্র মিশ্র। তিনি বৈষ্ণব দর্শনে পারদর্শী ছিলেন। তাঁর সাতটি পুত্র জন্মেছিল - তাঁদের নাম : কংসারি, পরমানন্দ, জগন্নাথ, সর্বেশ্বর, পদ্মনাভ, জনার্দন ও ত্রিলোকনাথ। জগন্নাথ মিশ্র শ্রীচৈতন্যের পিতা।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বংশ তালিকা দিয়েছেন নিম্নরূপ। কৃষ্ণদাসের বিবরণে -

শ্রীহট্ট নিবাসী উপেন্দ্র মিশ্র নাম
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদ্‌গুণ প্রধান॥
সপ্তপুত্র তাঁর হয় সপ্তঋষিবর।
কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্বেশ্বর॥
জগন্নাথ জনার্দন ত্রৈলোক্যনাথ।
নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ॥
জগন্নাথ মিশ্রবর পদবী পুরন্দর।
নন্দ-বসুদেব রূপগুণের সাগর॥[১]

নিত্যানন্দ দাস প্রেমবিলাসে (১৭ শতকের মধ্যভাগে) মহাপ্রভুর বংশ পরিচয় সম্পর্কে লিখেছেন -

বাৎস্যমুনি বংশ্য বৈদিক বিশুদ্ধ মিশ্র নাম।
যাঁর পুত্র মধুমিশ্র শ্রীহট্টে কৈল ধাম॥
ব্রাহ্মণের বসতি স্থান বড়গঙ্গা গ্রামে।
বিয়ে করি মধুমিশ্র রৈল সেই গ্রামে॥

ক্রমে চারিপুত্র হৈল পণ্ডিত প্রধান।
উপেন্দ্র রঈদ কীর্তিদ কীর্তিবাস নাম।।

উপেন্দ্রমিশ্রের পত্নী কমলাবতী নাম।
সপ্তপুত্র হৈল তাঁর পণ্ডিত প্রধান।।
কংসারি পরমানন্দ আর জগন্নাথ।
পদ্মনাভ সর্বেশ্বর জনার্দন ত্রৈলোক্যনাথ।।
জগন্নাথের হৈল মিশ্র পুরন্দর পদ্বতি।
গঙ্গাতীরে আসি নবদ্বীপে করিল বসতি।। [২]

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণকালে তাঁর পূর্বপুরুষদের নামের যে তালিকা প্রদত্ত হয়েছে, সেই তালিকার সঙ্গে উপরে উদ্ধৃত তালিকার মিল নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে গঙ্গাজলে পিতৃপুরুষদের তর্পন করেছিলেন। জয়ানন্দ সেই তর্পিত পিতৃপুরুষদের নাম উল্লেখ করেছেন -

পিতামহ জনার্দন মিশ্র মহাশয়।
প্রপিতামহ রাজগুরু মিশ্র ধনঞ্জয়।।
দিগ্বিজয়ী রামকৃষ্ণ বৃদ্ধ প্রপিতামহ।
তার পিতা বিরূপাক্ষ কবীন্দ্র বিগ্রহ।।
তার পিতা ক্ষীরচন্দ্র অভিনব ব্যাস।
দিব্যরথে আইলা সভে দেখিতে সন্ন্যাস।।
গঙ্গাজল তর্পণে তুষিলা একে একে। [৩]

এই তালিকায় মহাপ্রভুর পিতামহের নাম জনার্দন মিশ্র ও প্রপিতামহের নাম ধনঞ্জয় মিশ্র। প্রেমবিলাস এবং চৈতন্যচরিতামৃতের বিবরণ একই প্রকার। সুতরাং এই বিবরণই যথার্থ। শ্রীচৈতন্যের পিতামহ জনার্দন মিশ্র নয়, উপেন্দ্র মিশ্র। তবে জনার্দন উপেন্দ্রর নামান্তর হতে পারে।

কবিকর্ণপূরও "গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায়" বলেছেন -

পর্জন্যো নাম গোপাল আসীৎ কৃষ্ণ পিতামহঃ।
উপেন্দ্রমিশ্র সন্ জাতঃ শ্রীহট্টে সপ্তপুত্র বান্॥ ৩৫

পর্জন্যো নাম গোপাল কৃষ্ণের পিতামহ ছিলেন, পরে তিনিই শ্রীহট্টে উপেন্দ্র মিশ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তথায় তাঁর সাত পুত্র জন্মেছিল। ৩৫

মহামান্যাভিধা গোপী ব্রজে যাসী বরীয়সী।
কৃষ্ণ পিতামহী সৈব নাম্নাত্র কমলাবতী॥ ৩৬

যিনি বৃন্দাবনে মাননীয়া বরীয়সী নামে কৃষ্ণের পিতামহী গোপী ছিলেন, তিনিই এখানে উপেন্দ্র মিশ্রের পত্নী কলাবতী হয়েছিল।[৪]

নিত্যানন্দ দাসের মতে জগন্নাথ মিশ্রের পৈত্রিক নিবাস শ্রীহট্ট জেলার বরগঙ্গা বা বরুদা গ্রাম, কিন্তু জয়ানন্দের মতে শ্রীহট্টের জয়পুর গ্রাম, সম্ভবতঃ এটি ঢাকা-দক্ষিণের পূর্বনাম হতে পারে।

শ্রীহট্ট দেশের মধ্যে জয়পুর গ্রাম।
সর্বসুখময় স্থান ক্ষিতি অনুপাম।।
* * * *
জয়পুরে যত যত ব্রাহ্মণের ঘর।
দিব্যমূর্তি মহাবিদ্যা মহাধনেশ্বর॥
* * * *
হেন বংশে জগন্নাথ মিশ্রের উৎপত্তি। [৫]

ঐ সময় শুধু জগন্নাথ মিশ্রই নয়, নীলাম্বর চক্রবর্তীও নবদ্বীপ চলে আসেন। জয়ানন্দ বলেছেন -

শ্রীহট্ট দেশে অনাচার দুর্ভিক্ষ জন্মিল।
ডাকাচুরি অনাবৃষ্টি মড়ক লাগিল॥
উচ্ছন্ন হইল দেশ অরিষ্ট দেখিয়া।
নানাদেশে সর্বলোক গেল পালাইয়া॥
নীলাম্বর চক্রবর্তী মিশ্র জগন্নাথ।
সবান্ধবে জয়পুরে ছাড়িল উৎপাতে॥ ৬

স্বভাবতই গঙ্গা তীরবর্তী জ্ঞানচর্চার এই কেন্দ্রটিকে ওঁরা বসবাসের পরম উপযোগী বলে মনে করেছিলেন। কোন চৈতন্যচরিত গ্রন্থে বিশ্বরূপের জন্মবৃত্তান্ত নেই। তাই বিশ্বাস করতে হয়, পরপর আটটি কন্যার মৃত্যুর পর প্রথম পুত্র বিশ্বরূপও জন্মান শ্রীহট্টে, আনুমানিক ১৪৭৮-৭৯ খৃষ্টাব্দে আর তাঁর প্রাথমিক বিদ্যাভ্যাস শুরু হয়েছিল ওখানেই। শ্রীহট্টে দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি হওয়ার ফলে জগন্নাথ সপরিজনে নবদ্বীপে আসেন, বলেছেন জয়ানন্দ। এই পরিজনদের অন্যতম ছিলেন তাঁর শ্বশুর নীলাম্বর চক্রবর্তী। মনে হয় দুর্ভিক্ষের সঙ্গে আরও দু-একটি কারণ যুক্ত হয়েছিল, যার ফলে জগন্নাথ শচীদেবীকে আর পুত্র বিশ্বরূপকে নিয়ে নবদ্বীপ আসেন। বিদ্যাচর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র নবদ্বীপে জ্যেষ্ঠপুত্রকে নিয়ে আসা জরুরী হয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া জগন্নাথ-শচীর আটটি কন্যা সন্তানের মৃত্যু নিশ্চয় ওঁদের কিছুটা সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। স্থান পরিবর্তনের এ তাগাদাটি অস্বীকার করার মতো নয়। মনে হয় ১৪৮৩-৮৪ খৃষ্টাব্দে ওঁরা আসেন। বিদ্যাবত্তা এবং ব্যবসাবাণিজ্যের স্থান হিসাবে নবদ্বীপের খ্যাতিই যে এঁদের নবদ্বীপে আকর্ষণ করে এনেছিল সন্দেহ নেই। জয়ানন্দ আর একটি নূতন সংবাদ দিয়েছেন। তাঁর মতে শ্রীচৈতন্যের পূর্বপুরুষ উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুরে বাস করতেন। উড়িষ্যাধিপ রাজা ভ্রমরের অত্যাচারে তাঁরা উড়িষ্যা থেকে শ্রীহট্টে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন।

চৈতন্য গোসাঞির পূর্ব পুরুষ
আছিল জাজপুরে।
শ্রীহট্ট দেশেরে পালাইয়া গেল
রাজা ভ্রমরের ডরে।। [৭]

জয়ানন্দ কথিত বিবরণ যথার্থ হলে এই অর্ধ শতাব্দীর মধ্যেই শ্রীচৈতন্যের পূর্ব পুরুষদের উড়িষ্যা থেকে শ্রীহট্টে এবং শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে বাসস্থান পরিবর্তন করতে হয়েছিল। এরূপ ঘটনা সম্ভব মনে হয় না। জয়ানন্দ অনেক উদ্ভট কাহিনী পরিবেশন করেছেন, উড়িষ্যা থেকে রাজভয়ে পালিয়ে এলে উড়িষ্যা-সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গেই যে কোন ব্যক্তির পক্ষে বাস করা স্বাভাবিক।

যাইহোক্, শ্রীচৈতন্য যে একটি মহৎ বংশে জন্মেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। মুরারি গুপ্ত জানালেন যে জগন্নাথ মিশ্র সকল গুণযুক্ত কৃষ্ণভক্ত এবং বেদাচার্য ছিলেন। গুরু তাঁর প্রতি প্রীত হয়ে পুরন্দর মিশ্র উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন -

জগন্নাথস্তস্মিন্ দ্বিজকুল পয়োধীন্দু সদৃশো
হভ বদ্বেদাচার্য্যঃ সকল গুণযুক্তেণ গুরু সমঃ।
স কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি ধ্যান প্রবলতর - যোগেনা মনসা
বিশুদ্ধঃ প্রেমার্দ্রো নব-শশি কলেবাশু ববৃধে।। [৮]

- জগন্নাথ সেই বংশে দ্বিজকুল সমুদ্রে চন্দ্রসদৃশ সকলগুণ সম্পন্ন গুরুতুল্য বেদাচার্য হয়েছিলেন, তিনি প্রবলতরযোগে মনে মনে কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করে পবিত্র রূপে কৃষ্ণ প্রেম সাগরে নবশশিকলার মত বর্ধিত হতে থাকেন।

অথ তস্য গুরু শ্চক্রে সর্বশাস্ত্রার্থবেদিনঃ।
পদবীমিতি তত্ত্বজ্ঞ শ্রীমন্মিশ্র পুরন্দরঃ।। [৯]

- অনন্তর সকল শাস্ত্রার্থে অভিজ্ঞ জগন্নাথের তত্ত্বজ্ঞ গুরু তাঁকে মিশ্র পুরন্দর উপাধি দিয়েছিলেন।

জগন্নাথ মিশ্রের পান্ডিত্যের নিদর্শন হিসাবে সুন্দর হস্তাক্ষরে ত্রুটিহীন একটি সংস্কৃত মহাভারতের আদিপর্বের জগন্নাথকৃত অনুলিখনের উল্লেখ করেছেন আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর 'Chaitanya and his age"(pp-103 - 4) গ্রন্থে। আচার্য সেনের ভাষাতেই তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করছি :- "A copy of the Ādiparva of the sanskrit Mahābhārata written in Jagannath Miśra's own hand bearing his signature and date of copying, is in the possession of Mahāmahopādhyāy Ajit Nāth Nāyaratna of Nadia. The date is Saka 1890 (1468 A.D) or 17 years before the birth of Chaitanya. The hand writing is beautiful ... The copy is free from errors .... A few years ago Lord Carmichael paid a visit to Pandits house at Nadia with the intension of seeing the sacred book. The copy of Mahābhārata substentiates the statement made by biography that Jagannath Miśra was thoroughly learned in Sanskrit, not a single grammatical error or spelling mistake is met with in this large volume."[১০]

'বৃহৎবঙ্গ'[১১] (দ্বিতীয় খন্ড, পৃ-৬১৮) গ্রন্থেও দীনেশচন্দ্র এই বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। তাঁর বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে :-

"জগন্নাথ মিশ্র সুপন্ডিত ছিলেন, তাঁহার হাতের লেখা একখানি সংস্কৃত মহাভারতের আদিপর্ব এখনও পন্ডিত মহামহোপাধ্যায় অজিত ন্যায়রত্নের বাড়ীতে আছে, উহা ১৪৬১ খৃষ্টাব্দের লেখা। একটি বর্ণাশুদ্ধি নাই, হাতের অক্ষর মুক্তার ন্যায়। এই মহাভারতের পুঁথিখানি অতি যত্নে রাখা উচিত। আমি উহা দেখিয়াছি। এই পুঁথি লেখার ১৭ বৎসর পরে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন।"

জগন্নাথ সম্পর্কে জয়ানন্দের বক্তব্য :

জগন্নাথ মিশ্র হইল মিশ্র পুরন্দর।
সৎকবি পন্ডিত মহা তার্কিক সুন্দর॥

উগ্র তপ দেখি সর্বলোক চমৎকার।
স্নান সন্ধ্যা নিত্য শুদ্ধ দেব আচার॥

বলি হোম জপ সন্ধ্যা পূজা ধূপ দীপে।
শ্রীভাগবত পাঠ গোবিন্দ সমীপে॥ [১২]

জগন্নাথ মিশ্রের জীবিকা কি ছিল তা সঠিক জানা যায় না। সম্ভবতঃ দেশের কিছু জমিজমার আয় হতে তাঁর সংসার চলত। হয়তঃ যজন-যাজনই ছিল তাঁর জীবিকার্জনের পথ। নয়ত বা অধ্যাপনা বা জ্যোতিষীর কাজ। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলের' ভূমিকায় পৃ.১৪ (The Asiatic Society, 1971.)তে সম্পাদকদ্বয় বলেছেন - "বৃন্দাবন দাসের মতে চৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্র খুব দরিদ্র ছিলেন। জয়ানন্দের মতে তিনি ধনী ছিলেন। 'গৌরাঙ্গবিজয়' রচয়িতা চূড়ামনিদাসের মতও তাই।" তবে আমাদের মনে হয় জগন্নাথ মিশ্র ধনী ছিলেন না।

বিবাহের পাত্র হিসাবে জগন্নাথ মিশ্র অবশ্যই শ্লাঘ্য। সুতরাং নীলাম্বর চক্রবর্তী স্বীয় কন্যা শচীর জন্য পাত্র হিসাবে জগন্নাথকেই মনোনীত করলেন —

গুনৈঃ সমস্তৈরয়মেব শুদ্ধধীরধীত বেদো বরণীয় এব হি।
ইতীহ নীলাম্বর চক্রবর্তিনা বরায় যস্মৈ সুধিয়া সুতার্পিতা॥ [১৩]

- সমস্ত গুণের আধার শুদ্ধবুদ্ধিসম্পন্ন বেদে পারদর্শী সুতরাং বরণীয়, - এই ভেবে নীলাম্বর চক্রবর্তী সেই বরে কন্যা সমর্পণ করলেন।

মুরারি লিখেছেন -

তমেকদা সৎকুলীনং পন্ডিতং ধর্মিণাং বরম্।
শ্রীযশ্চীলাম্বরো নাম চক্রবর্তী মহামনাঃ ॥
সমাহূয়াদদৎ কন্যাং শচীং স কুলকৃৎ সদঃ।[১৪]

- সৎকুলীন, পন্ডিত, ধার্মিকগণের শ্রেষ্ঠ জগন্নাথকে মহাত্মা নীলাম্বর চক্রবর্তী আহ্বান করে কন্যা শচীকে প্রদান করলেন।

নীলাম্বর চক্রবর্তীর দুই পুত্র ও দুই কন্যা। তাঁর প্রথম সন্তান যোগেশ্বর পন্ডিত, দ্বিতীয় সন্তান শচী, তৃতীয় রত্নগর্ভাচার্য ও চতুর্থ সর্বজয়া। নীলাম্বর শচীদেবীকে দান করলেন জগন্নাথের হাতে এবং সর্বজয়াকে দান করলেন চন্দ্রশেখর আচার্যের হাতে।

বেল পুখুরিয়া গ্রামে বাড়ী হয় তাঁর।
দুই পুত্র দুই কন্যা হইল তাঁহার॥
প্রথম যোগেশ্বর পন্ডিত, দ্বিতীয় শচী হয়।
তৃতীয় রত্নগর্ভাচার্য চতুর্থ সর্বজয়া কয়॥

* * * *

শচীরে বিবাহ কৈল্যা মিশ্র পুরন্দর।
সর্বজয়ায় বিয়ে করে শ্রীচন্দ্রশেখর॥[১৫]

জগন্নাথ মিশ্রের বংশ যেমন পান্ডিত্যের জন্য খ্যাত ছিল। নীলাম্বর চক্রবর্তীর বংশও তেমনি পান্ডিত্যের গরিমায় উজ্জ্বল। শচীদেবী ছিলেন সেবাপরায়ণা গৃহিনী, ভক্তিমতী রমনী, শান্তমূর্তি ও খর্বাকৃতি। শচীর মত পবিত্রহৃদয়া গুণবতী সাধ্বী নারী সর্বকালেই দুর্লভ।

কবিকর্ণপুর শচী সম্বন্ধে লিখেছেন -

শচীতি নাম্নাতিশুচেরকস্মাদ্
গুণেন সৌশীল্যরসেন তেহনয়া।
প্রতিষ্ঠয়া শুদ্ধতয়াং গরিষ্ঠতাং
শচী হি যাং নাপ পুরন্দরপ্রিয়া॥ [১৬]

শাস্ত্রপাঠ, হোম, অতিথিসেবা, পিতৃপুরুষদের তর্পন এবং বলি বা প্রাণীগণকে খাদ্যদান - গৃহস্থের এই পাঁচটি মহৎ যজ্ঞ (কর্তব্যকর্ম) মিশ্র কখনও লঙ্ঘন করতেন না। পরম ভক্ত মিশ্র দম্পতির একটি মহৎ দুঃখ ছিল। তাঁদের পরপর আটটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে যারা যায় -

তত্র কালেন কিয়তা তস্যাষ্টৌ কন্যকাঃ শুভাঃ।
বভূবুঃ ক্রমশো দৈবাত্তাঃ পঞ্চত্বং গতাঃ ...॥[১৭]

- কালক্রমে তাঁর আটটি কন্যা জন্মগ্রহন করে। দৈববশে ক্রমে তারা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

তয়োর্গৃহে সংবসতোঃ সতোঃ সদা।
গৃহস্থধর্মঃ যদুদার য়াসদৎ॥
ক্রমেণ চাষ্টৌ তনুজাঃ পুরোহভবন্।
তথৈব পঞ্চত্বমুপায়যুশ্চ তাঃ॥[১৮]

- তাঁরা (জগন্নাথ ও শচী) গৃহে বসবাসকালে সর্বদা উদার গার্হস্থ্য ধর্ম আচরণ করতেন। ক্রমে তাঁদের আটটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

জগন্নাথ মিশ্র পত্নী শচীর উদরে।
অষ্টকন্যা ক্রমে হৈল জন্মি জন্মি মরে॥[১৯]

সুতরাং মিশ্র দম্পতির দুঃখের অন্ত নেই। তাঁরা দীর্ঘজীবী সন্তান কামনায় ঈশ্বর আরাধনায় নিরত হলেন।

ততশ্চ তৌ সন্ততমেব দম্পতী
বভূ বতুর্দুঃখিতমৌ মহত্তমৌ।
প্রযত্নযাদায় সুতার্থমীয়তুঃ
প্রভোঃ পদাব্জং শরণং কৃপাময়ম্[২০]

-তারপর সেই দম্পতি মহত্তম দুঃখে কাতর হয়ে করুণাময় ঈশ্বরের চরণপদ্মে শরণ গ্রহণ করলেন।

বাৎসল্যদুঃখতপ্তেন জগাম মনসা হরিম্।
পুত্রার্থং শরণং শ্রীমান পিতৃযজ্ঞং চকার সঃ।। [২১]

- বাৎসল্য দুঃখে তপ্ত শ্রীমান জগন্নাথ মনে মনে পুত্রের নিমিত্ত হরির শরণ গ্রহণ করলেন এবং পিতৃ যজ্ঞ সম্পাদন করলেন।

কিছুকাল পরে তাঁরা এক রূপবান প্রতিভাধর পুত্র লাভ করলেন। এই পুত্রের নাম রাখা হল বিশ্বরূপ। যাই হোক বিশ্বরূপ ও বংশের ধারা অনুযায়ী অল্প বয়সেই অসাধারণ মেধা পাণ্ডিত্য ও ভগবদনুরক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন।

স বিশ্বরূপঃ শুভ রূপ গর্বিতাং
তনুং বহং চন্দ্র ইব প্রকাশবান্।
নিপঠ্য কালেন লঘীয়সাপ্যসৌ
সমস্ত বিদ্যাম্বুধি পারমা যযৌ।। [২২]

- সেই বিবরণ প্রকাশিত চন্দ্রের মত সুন্দর রূপবান শরীর ধারণ করে অত্যল্প কালের মধ্যে পাঠ শেষ করে সমস্ত বিদ্যাসাগরের পরপারে গিয়েছিলেন।

শিশুঃ স আসীদ্বয়সা লঘীয়সা
সুধীরধীতাগম বেদ সঞ্চয়ঃ।
সরস্বতীয়ং রস নাগ্রনর্তকী
বভূব বক্ত্রের সদাশ্যনির্ভরম্।। [২৩]

- অল্প বয়সেই শৈশবে সুধী বিশ্বরূপ বেদ আগম সমূহ অধ্যায়ন করলেন। সরস্বতী যেন তাঁর জিহ্বাগ্রে নৃত্য করতেন, তাঁর মুখে ভর করে বশীভূত হয়েই থাকতেন।

বৃন্দাবন দাস লিখেছেন -

জন্ম হৈতে বিশ্বরূপের হইলা বিরক্তি।
শৈশবেই সকল শাস্ত্রেতে হইল স্ফূর্তি।। [২৪]

বিশ্বরূপ ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান্, অল্প বয়সেই তিনি পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। পিতামাতার মতই তিনি ছিলেন হরিভক্তি পরায়ণ, - ভাগবত রসাস্বাদনে নিরত - পরোপকারী -

বেদাং চ ন্যায়শাস্ত্রঞ্চ জ্ঞাতঃ সদ্‌যোগ উত্তম :।
স সর্বজ্ঞঃ সুধীঃ শান্তঃ সর্বেষামুপ কারকঃ ।।
হরেধ্যান পরো নিত্যং বিষয়ে নাকরোন্মনঃ।
শ্রীমদ ভাগবতরসাস্বাদমতো নিরন্তরম্। [২৩]

বিশ্বরূপের অসাধারণ ধীশক্তি ও বিষ্ণুভক্তির বিবরণ বৃন্দাবন দাস বিস্তৃতভাবে দিয়েছেন।

প্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ ভগবান্।
জন্ম বিরক্ত সর্বগুণের নিধান।।
সর্বশাস্ত্রে সকলে বাখানে বিষ্ণুভক্তি।
খণ্ডিতে তাঁহার ব্যাখ্যা নাহি কার শক্তি।।
শ্রবনে বদনে মনে সর্বেন্দ্রিয়গণে।
কৃষ্ণভক্তি বিনু আর না বলে না শুনে [২৫]

বিশ্বরূপ ছিলেন অদ্বৈত আচার্যের অনুরাগী ভক্ত। এখানেই তিনি ভক্ত সভায় কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা করতেন। বৃন্দাবনের ভাষায় বিশ্বরূপের জীবনাচরণ -

উষাকালে বিশ্বরূপ করি গঙ্গাস্নান।
অদ্বৈত সভায় আসি হন উপস্থান॥
সর্বশাস্ত্রে বাখানেন কৃষ্ণভক্তিসার।
শুনিয়া অদ্বৈত সুখে কারণ হুঙ্কার॥
পূজা ছাড়ি বিশ্বরূপে ধরি কোলে।
আনন্দে বৈষ্ণব সব হরি হরি বলে॥ [২৭]

মুরারি সংক্ষেপে বিশ্বরূপের পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে :

শ্রীমদ্ বিশ্বরূপঃ সর্বগুণনিধিঃ ষোড়শাব্দোঽহতি শুদ্ধঃ।
প্রাপাচার্যত্বমাত্মশ্রবণ মননতঃ শক্তধী প্রেমভক্তিঃ॥ [২৮]

- সকল গুণের আধার ষোড়শ বৎসর বয়স্ক অতি পবিত্র শ্রীমান্ বিশ্বরূপ আচার্যত্ব লাভ করেছিলেন, শ্রবণ ও মননহেতু তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি এবং প্রেমভক্তি পূর্ণতা লাভ করেছিল।

অনন্যসাধারণ ধীশক্তি ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কৈশোর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই সংসার বীতরাগ হওয়ায় পিতামাতা পুত্রের বিবাহের উদ্‌যোগ করতে থাকেন। আর এই সংবাদ পেয়ে সংসার বন্ধনে বদ্ধ হওয়ার আশংকায় বিশ্বরূপ সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন।

জনকো বিজনে বিচিন্ত্য তৎতনয়স্যোদ্বহনোচিতাং বধূম্।
মনসা পরিচিন্তয়ন্ স্বয়ং বুবুধে তৎসকলং দ্বিজাত্মজঃ॥
স বিশ্বরূপঃ পিতুবিশ্বমন্তচেষ্টাং বিদিত্বা সকলং তিতিক্ষুঃ।
ত্যক্ত্বা গৃহং স্বর্গনদীং প্রতীর্য জগ্রাহ সন্ন্যাসমশকামন্যোঃ॥ [২৯]

- পিতা নির্জনে পুত্রের বিবাহযোগ্য বধূর বিষয় চিন্তা করছিলেন। মনে মনে চিন্তা করে পুত্র সকলই বুঝতে পারলেন। সেই বিশ্বরূপ পিতার এইরূপ চেষ্টা জেনে সবকিছু ত্যাগ করার ইচ্ছায় গঙ্গা নদী পার হয়ে অন্যের পক্ষে অসাধ্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন।

স বিশ্বরূপ পিতরং তথাবিধং মনোরথে রুত্থুকমাকলয্যতম্।
গৃহং বিহায় দ্যুসরিদ্দীক্ষ সন্তরন্ যযৌ জিজ্ঞাসুঃ সকলং মহাশয়॥
চকার সন্ন্যাস মদভ্রবিভ্রমো গুণাম্বুধিঃ সোহথি সমাপিতক্রিয়ঃ।
ন নিস্পৃহাণাং জগতীহ নিষ্ফলে মহাবিষয়াং ধাবতি চিত্ত বিভ্রমঃ।। ৩০

- মহদাশয় বিশ্বরূপ পিতাকে অনুরূপ (বিবাহ বিষয়ে) ইচ্ছায় উৎসুক জেনে সকল পরিত্যাগ করার বাসনায় গৃহত্যাগ করে গঙ্গা সন্তরণ-পূর্বক প্রস্থান করলেন। গুণসাগর বিপুল বিলাস পরায়ণ তিনি যথাবিধি কার্য সম্পন্ন করে সন্ন্যাস গ্রহণ করতেন। সুবুদ্ধি সম্পন্ন নিস্পৃহ ব্যক্তিগণের নিষ্ফল জগতে চিত্ত বিভ্রম ঘটে না।

বিবাহের উদ্যোগ করয়ে পিতামাতা।
শুনি বিশ্বরূপ বড় মনে পায় ব্যথা॥
ছাড়িব সংসার বিশ্বরূপ মনে ভাবে।
চলিবাঙ বনে মাত্র এই মনে জাগে॥
ঈশ্বরের চিত্তবৃত্তি ঈশ্বর সে জানে।
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিলা কতদিনে॥
জগতে বিদিত নাম শ্রীশঙ্করারণ্য।
চলিলা অনন্তপথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য॥ ৩১

লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গলেও অনুরূপ বিবরণ আছে। জয়ানন্দ জানিয়েছেন যে বিশ্বরূপ কাটোয়ায় কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। সন্ন্যাস আশ্রমে তাঁর গুরু প্রদত্ত নাম শঙ্করারণ্য -

মাত্র দণ্ডবৎবাগে নমস্করি।
গঙ্গা পার হঞা গেল কাটোয়া নগরী।।
কাটোয়াত কেশব ভারতী নিবসে।
বিশ্বরূপ তার স্থানে লভিল সন্ন্যাস।।
গুরু নাম থুইল তার শঙ্করারণ্য। ৩২

নিত্যানন্দ দাস রচিত প্রেম বিলাসে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন ঈশ্বরপুরীর কাছে। সন্ন্যাসকালে শচীদেবীর ভ্রাতা রত্নগর্ভ আচার্যের পুত্র লোকনাথকে তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন এবং মাতুলপুত্র শিষ্য হয়ে স্বামী শংকরারণ্যের সেবা করেছিলেন।

ঈশ্বরপুরীর স্থানে দীক্ষিত হইল।।
রত্নগর্ভাচার্যপুত্র নাম লোকনাথ।
বিশ্বরূপ মনে কৈল তাঁরে নিতে সাথ।।
ইচ্ছামাত্র লোকনাথ আসিয়া মিলিল।
তাঁরে নিয়া বিশ্বরূপ দক্ষিণদেশে গেল।।
সন্ন্যাস করিয়া নাম শঙ্করারণ্যপুরী।
মাতুল ভাই লোকনাথ শিষ্য-হৈল তাঁরি।। ৩৩

মাত্র ষোল বৎসর বয়সে অসীম পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েও বিশ্বরূপ সংসার ত্যাগ করে চলে গেলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের বংশে অসাধারণ মনীষা, ঈশ্বরভক্তি ও সন্ন্যাসের বীজ পুরো মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। সুতরাং জগন্নাথ মিশ্রের আত্মজ ও বিশ্বরূপের অনুজ হিসাবে তিনি যে অনন্যসাধারণ ধীশক্তি ও প্রেমভক্তির পরিচয় দিয়ে যুগান্তকারী কীর্তি স্থাপন করবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি ?

জন্ম - ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৪০৭ শকাব্দ, ২৩শে ফাল্গুন, দোলপূর্ণিমা তিথি, শনিবার, সন্ধ্যা প্রায় ৬টার মত সময়ে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয়। মহাকাব্যে কর্ণপূর তথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ অবতারের অলৌকিকত্ব দেখাবার জন্য জাতকের ১৩ মাস মাতৃগর্ভবাস কল্পনা করেছেন। সে রাতে চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল। আধুনিক গণনায় গ্রহণারম্ভ হয় সূর্যাস্তের ৮ দন্ড বা ৩ ঘন্টা ১২ মিনিট পরে, কিন্তু বৃন্দাবন দাসের বর্ণনায় জন্ম হয় গ্রহণ মধ্যে, এবং গ্রহণ উপলক্ষে শঙ্খঘন্টাধ্বনি ও দলে দলে লোকের গঙ্গাস্নানকে কর্ণপূর ছাড়া অন্যেরা অবতার জন্মে জগতের আনন্দোৎসবরূপে বর্ণনা করেছেন।

শ্রীচৈতন্যের সহপাঠী ও পার্ষদ মুরারি গুপ্ত এ বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করেননি। বাঙালা ভাষায় শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস এবং জীবনীকার জয়ানন্দ এ বিষয়ে নীরব। লোচনের ভাষায় স্বাভাবিক ভাবেই দশমাসে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব - 'দশমাস পূর্ণগর্ভ ভেল দশ দিশে'।[৩৪]

বৃন্দাবন দাস লিখেছেন যে শিশু জন্মের একমাস পরে গঙ্গাপূজা ও ষষ্ঠীপূজা হয়, এই সময় নারীগণ শিশুর নাম রেখেছিলেন নিমাই। কারণ নিমপাতা যম ভোজন করবেন না- ইহা মেয়েদের বিশ্বাস। শচীমাতার অনেকগুলি কন্যা ইতঃপূর্বে মারা গেছে। নিমাই নাম রাখলে মৃত্যু জাতককে স্পর্শ করবে না।

ইহান অনেক জ্যেষ্ঠ কন্যা পুত্র নাই।
শেষে যে জন্মায় তার নাম সে নিমাই।[৩৫]

নীলাম্বর চক্রবর্তী প্রভৃতি বিদ্বর্গ শিশুর নাম রাখেন বিশ্বম্ভর।[৩৬]

কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিবরণে জাত-কর্মানুষ্ঠান সমাপনের সময় শিশুর নামকরণ হয়। অপদেবতার ভয়ে অদ্বৈতভার্যা সীতা ঠাকুরানী নাম রেখেছিলেন নিমাই -

ডাকিনী শাকিনী হৈতে শঙ্কা উপজিল চিতে
ভয়ে নাম থুইল নিমাই।[৩৭]

জয়ানন্দ বলেন জন্মের ষষ্ঠ দিবসে সূতিকা ষষ্ঠীর পূজা হয়। বিংশতিতে হয় বিশ্বম্ভর নামকরণ। কিন্তু শিশু নিমাই পন্ডিত নামেই পরিচিত হন।

বিশ্বম্ভর নাম হইল বিংশতি দিবসে।
নিমাঞি পন্ডিত নাম জগতে প্রকাশে॥ [৩৮]

সীতাদেবী বা অন্য কোন শুভার্যিনী নারী নিমাই নাম রেখেছিলেন, এ তথ্যই বিশ্বাস্য। সংস্কৃত ভাষায় রচিত জীবনী গ্রন্থগুলিতে নিমাই নামের উল্লেখ নেই। বিশ্বম্ভর নামকরণের কথাই বলা হয়েছে। মুরারি গুপ্ত বললেন, এই শিশু পুরাকালে জগৎ ধারণ করেছিলেন বলে জগন্নাথ স্বয়ং পুত্রের নাম রেখেছিলেন বিশ্বম্ভর -

পুরা বিভর্ত্যসৌ বিশ্বমিতি চক্রে পিতা স্বয়ং।
শ্রীমদ্বিশ্বম্ভর ইতি নাম তথ্য সুশোভনম্॥ [৩৯]

কবিকর্ণপূরের মতে জগন্নাথ স্বয়ং পুত্রের নাম রেখেছিলেন। অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থে পাওয়া যায় বিশ্বম্ভর নাম নীলাম্বর চক্রবর্তী প্রদত্ত, জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের নাম দিয়েছিলেন গৌর, গৌরাঙ্গ, শচীদেবী ডাকেন গোরা বলে, নারীগণ বলেন গৌরহরি এবং ভক্তগণ নাম দিলেন গৌরগোবিন্দ।

বিশ্বম্ভর নাম রাখে দ্বিজ নীলাম্বর।
গর্গসম জ্যোতিষে যাঁহার অধিকার॥
জগন্নাথ পুত্রের দেখি গৌরবর্ণ অঙ্গ।
বাৎসল্যে রাখিলা নাম শ্রীগৌরগৌরাঙ্গ॥
শচীদেবী শুদ্ধ স্নেহে আপন অর্ভকে।
কভু গোরাচাঁদ কভু গোরা বলি ডাকে॥
* * * *
অপূর্ব স্বভাব গৌরের দেখি সভ নারী।
আনন্দে রাখিলা তাঁর নাম গৌরহরি॥

প্রেমানন্দে মত্ত হঞা শূন্য ভক্তবৃন্দ।
মহাপ্রভুর নাম রাখে শ্রীগৌরগোবিন্দ।। [৪০]

শিশুর যে-নামই যিনি দিয়ে থাকুন, জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র বিশ্বম্ভর, নিমাই, গৌরাঙ্গ, গৌর প্রভৃতি নামে কথিত ও পরিচিত হয়েছিলেন।

ছয় মাসে অন্নপ্রাশন করাইল।
নিমাঞি বলিয়া সভে ডাকিতে লাগিল।। [৪১]

শৈশব থেকেই নিমাই অত্যন্ত দুরন্ত। তাঁর দুরন্তপনার বিবরণ প্রত্যেক চরিতকারই অল্পবিস্তর দিয়ে গেছেন।

কি বিহানে কি মধ্যাহ্নে কি রাত্রি সন্ধ্যায়।
নিরবধি বাড়ীর বাহিরে প্রভু যায়।।
নিকটে বসয়ে যত বন্ধুবর্গ ঘরে।
প্রতিদিন কৌতুকে আপনে চুরি করে।।
কারো ঘরে দুধ নিয়ে কারো ভাত খায়।
হাঁড়ি ভাঙ্গে যার ঘরে কিছুই না পায়।।
যার ঘরে শিশু থাকে তাহারে কান্দীয়।
কেহ দেখিলেই মাত্র উঠিয়া পলায়।।
দৈবযোগে যদি কেহ পারে ধরিবারে।
তবে তার পায় ধরি করে পরিহারে।।
এবার ছাড়হ মোরে না আসিব আর।
আর যদি চুরি করোঁ দোহাই তোমার।। [৪২]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন -

ব্যাধিচ্ছলে জগদীশ হিরণ্যসদনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য যাইল একাদশী দিনে॥
শিশুগণ লৈয়া পাড়া পড়শীর ঘরে।
চুরি করি দ্রব্যখায় মারে বালকেরে॥
শিশু সব শচী স্থানে কৈল নিবেদন।
শুনি শচী পুত্রে কিছু দিল ওলাহন॥
কেনে চুরি কেনে মারহ শিশুরে।
কেনে পর ঘরে যাহ কিবা নাহি ঘরে॥
শুনি প্রভু ক্রুদ্ধ হৈয়া ঘর-ভিতর যাইয়া
ঘরে যত ভাণ্ড ছিল ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥ [৪৩]

অনুরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন মুরারি গুপ্ত -

বয়স্যৈর্বালকৈঃ সার্ধং বিহরংস্তরুপল্লবৈঃ।
আহতাঃ শিশবঃ সর্বে বিচক্রুঃ পুরতো মুদা॥
ভুবি তিষ্ঠন্ পাদৈকেন জানুনান্যস্য জানুকম্।
পস্পর্শ মর্কটিং লীলাং কুর্বন্ মায়ার্ভকো হরিঃ॥
একদা ধর্তুমাত্মানমুদ্যতাং জননীং রুষা।
বীক্ষ্য কোপপরিপূর্ণো ভাজনানি বভঞ্জ যঃ॥ [৪৪]

- বয়স্য বালকদের সঙ্গে বিহার করতে করতে গাছের ডালপাতা দিয়ে শিশুগণকে আঘাত করলেন, তাদের সামনে সানন্দে একপদে ভূমিতে অবস্থান করে জানুর দ্বারা অন্যের জানু স্পর্শ করে মায়া বালক হরিমর্কটীলীলা প্রকাশ করতেন। একদিন নিজেকে ধরতে উদ্যতা জননীকে দেখে কোপে পূর্ণ হয়ে তিনি পাত্রসমূহ ভেঙ্গে ফেলেন।

কবিকর্ণপুরের বিবরণ :-

খেলা বিলাসেন বয়স্যবালকৈঃ
বিহর্তুকামঃ কমনীয় বিগ্রহঃ।
নবৈর্ণবৈঃ পল্লবসঞ্চয়ৈরমুং
জঘান তৈস্তিমুদিতৈঃ স চাহতঃ।।
অথৈকদা তৈঃ শিশুভি নিরন্তরম্
খেলন্তমেনং জননী বিলোক্য সা।
অভূদ্দৈবধর্তুঃ কৃতকৈতবং রুষা
সমুদ্যতা তং ক্ষণমত্যুদারধীঃ।।
বিলোক্য তামিত্থমসৌ রুষান্বিতো
বভঞ্জ ভাণ্ডানি বহূনি সত্বরম্।
তমীদৃশং তত্র বিলোক্য যা শচী
ববন্ধভীতা শৃয়প্যতি স্ফুটম্।।
উপর্যুপর্যাহিতভাণ্ড সংহতৌ
সুগহিতোচ্ছিষ্ট বিসর্জন স্থলে।
জগাম মাতুঃ পুরতো মহাপ্রভুঃ
প্রকাশয়ন্ জ্ঞান্ পরাং স বিজ্ঞতাম্।। ৪৫

- খেলা বিলাসহেতু সমবয়স্ক বালকদের সঙ্গে বিহার করতে ইচ্ছুক কোমলদেহ গৌরাঙ্গ নবপল্লবসমষ্টির দ্বারা বালকদের আঘাত করতে লাগলেন, তাদেরও নিক্ষিপ্ত পল্লব দ্বারা আহত হলেন। একদিন সেই শিশুদের সঙ্গে নিরন্তর খেলা করতে দেখে জননী রুষ্ট হলে তিনি বহু ভাণ্ড বাসন ভাঙতে লাগলেন, তাঁকে এইভাবে দেখে শচী ভীত হয়ে বেঁধে ফেললেন। তারপর উপর্যুপরি ভাণ্ডসমূহে আকীর্ণ অপবিত্র উচ্ছিষ্টদ্রব্য ত্যাগ করার স্থানে মহাপ্রভু মায়ের সম্মুখেই জ্ঞানপূর্ণ বিজ্ঞতা প্রকাশ করে উপস্থিত হলেন।

জয়ানন্দও নিমাই-এর বাল্য দুরন্তপনার বিবরণ দিয়েছেন -

পড়িতে পড়ুয়া সঙ্গে করিল কন্দল।
গুরু গৃহে ভাঙ্গি কুম্ভ অনেক সকল।।
জলেতে ভাসিল যত পড়ুয়ার পুস্তক।
অকথ্য দেখি আ দিল চৌদিকে রক্ষক।।
কার দেব মন্দিরে বসিয়া সিংহাসনে।
দেবতা প্রতিমা লয়্যা পেলাএ প্রাঙ্গনে।।
কাহার মন্দির চুড়ে বসিয়া সত্বরে।
গড়াগড়ি দিয়া ভূমে পড়ে বিশ্বম্ভরে।।

* * * *

কাহার মন্দিরে দেবতার দ্রব্য খাত্র।
দ্বারে কপাট দি আ হাসি গড়ি জাএ।।
কুহু কুহু ধ্বনি করে মন্দির ভিতরে।
পারাবত ধ্বনি হেন হংসবত করে।।

* * * *

উচ্ছিষ্ট কুণ্ডেতে করে জাএ রড় দিয়া।
রন্ধন শালাএ কারে প্রবেশ এ গিয়া।।
দেবতাপূজার দ্রব্য গন্ধমাল্যধূপে।
নৈবেদ্যাগ্রভাগ লয়্যা পেলে অন্ধকূপে।।
উচ্ছিষ্ট কুণ্ডেতে করে যজ্ঞ সূত্র পেলে।
উদ্দণ্ড বালক নিয়াঞি কেহো কেহো বলে।।[৪৬]

মাকে বিপন্ন করার জন্য অপবিত্র আঁস্তাকুড়ে উচ্ছিষ্ট হাঁড়িকুঁড়ির গাদায় বসে থাকা নিমাই-এর একটি কৌতুককর খেলা ছিল। এইজন্য মায়ের দ্বারা ভর্ৎসিত হয়ে একদিন তিনি মাকে ঢিল মেরে মূর্ছিত করে দিলেন। জীবনীকারেরা প্রায় সকলেই এই ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। কবিকর্ণপূর বলেছেন - ইতীহ লোষ্ট্রেণ জঘান মাতরম্।[৪৭]

মুরারির বিবরণ :-

অথ কতিপয়ে কালে মুক্ত মৃদ্ ভাণ্ড সং হতৌ।
উপবিষ্টং সুতং বীক্ষ্য শচী বাগ্‌ভিরতাড়য়ৎ॥
অপবিত্রে নিষিদ্ধেহপি স্থানে ত্বং মন্দধী: কথম্।
তিষ্ঠসীতি বচ: শ্রুত্বা মাতু: ক্রোধসমন্বিত:॥
* * * *
ইত্যুক্তা বদনে তস্যা ইষ্টকং প্রোহিণোৎ রুষা।
তদাঘাতেন ব্যথিতা মূর্ছিতা নিপপাত যা॥ [৪৮]

- অনন্তর কোন সময়ে মাটির হাঁড়িকুড়ির গাদায় উপবিষ্ট পুত্রকে দেখে শচী তিরস্কার করলেন - অপবিত্র নিষিদ্ধ স্থানে, দুষ্ট, তুমি কেন বসেছ ? মায়ের এই কথা শুনে তিনি ক্রুদ্ধ হলেন। ... এই বলে মায়ের মুখে ক্রোধে ইঁট ছুড়ে মারলেন, সেই আঘাতে ব্যথিত হয়ে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। কবি কর্ণপূরও লিখেছেন -

তদা তদাঘাতকৃত ব্যথার্দিতা।
পপাত ভূমৌ মৃদুলা স্বভাবত:॥ [৪৯]

- তখন সেই আঘাতে ব্যথিত হয়ে স্বভাবত: কোমলা শচী ভূমিতে পড়ে গেলেন।

জয়ানন্দ লিখেছেন -

আর একদিনে বালক সঙ্গে।
মন্দির বেড়িয়া নাচে ত্রিভঙ্গে॥

উছাল মারিল মায়ের মুখে।
রক্ত বায়্যা পড়ে শচীর বুকে॥
মূর্ছা গেল শচী আউল কেশ।
মা এর কোলে রহিল উপদেশ॥[৫০]

আর একদিনের ঘটনায় জয়ানন্দ লিখেছেন, ক্রীড়ারত গৌরাঙ্গকে মা যখন গৃহে ডেকে নিয়ে যাচ্ছিলেন সেই সময় -

রাজপথ দিয়া নিজ গৃহ প্রবেশিতে।
হুঙ্কার দিয়া পড়ে উচ্ছিষ্ট কুণ্ডেতে॥
সকল উচ্ছিষ্ট হাঁড়ি একত্র করিয়া।
ব্রহ্ম বাখানিল তার উপরে বসিয়া॥[৫১]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ সংক্ষেপে ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন -

কভু মৃদু হস্তে কৈল মাতাকে তাড়ন।
মাতারে মূর্ছিতা দেখি করয়ে ক্রন্দন॥[৫২]

মাতাকে ইষ্টক প্রহারে মূর্ছিত করা, সুগৃহে মৃৎপাত্র ভাঙার গল্প লোচনদাস ঠাকুরও বিবৃত করেছেন। তীর্থ প্রত্যাগত একব্রাহ্মণ অতিথির জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে সুপাক অন্ন ভোজন করার পূর্বেই দুরন্ত বালক নিমাই উচ্ছিষ্ট করে দিয়েছিলেন।

তীর্থ ভ্রমনশীলস্য দ্বিজস্যান্নং জনার্দনঃ।
ভুক্ত্বা ত্বং স্মারয়ামাস নন্দগেহ কৃতৃহলম্॥[৫৩]

- তীর্থ ভ্রমনশীল এক ব্রাহ্মণের অন্ন জনার্দন নিমাই ভোজন করে নন্দগৃহের খেলার অনুকরণ করলেন।

চূড়ামণি দাস নিমাই-এর আর একটি দুষ্টবুদ্ধির বিবরণ দিয়েছেন -

আর দিন প্রভাতে উঠিয়া গৌর রায়ে।
বালকের সঙ্গে রঙ্গে গঙ্গাতীরে জান॥
বসিয়া করয়ে যুক্তি বালকের সাথ।
চোরি - গিয়া ঘাটে পরদ্রব্যজাত॥
গঙ্গাস্নান করে জত এ পুরুষনারী।
ঘটি বাটি সাজী বস্ত্র যবে ঘাটে ধরি॥

প্রকারে হরির দ্রব্য কেহ না জানিব।
কৌতুক করিয়া জার দ্রব্য তারে দিব॥
এত যুক্তি করি প্রভু গৌর বিশ্বম্ভর।
শিশু খেনে গঙ্গাজলে প্রবেশে সত্বর॥
বারকোণা ঘাটে গিয়া মিলে গৌররাজে।
যথা স্নান করে নারী পুরুষ সমাজে॥
হরিল সকল দ্রব্য কেহ নাঞি জানে।
হরিয়া রাখিল নিঞা বাঙড়ের বনে॥ [৫৪]

স্নানের পরে কেউই কোন দ্রব্য খুঁজে পেল না। দ্রব্যাদি চুরি যাওয়ায় ফোঁড়ে নিয়ে হায় হায় করতে করতে সকলে ঘরে ফিরে গেল। শ্রীগৌরাঙ্গের মনে দয়া হোল, তিনি হৃতস্ব ব্যক্তিদের কাছে সংবাদ দিলেন, আমরা খেলতে খেলতে বাঙড়ের বনে অনেক চোর দেখলাম, তারা আমাদের দেখে হৃতদ্রব্য ফেলে রেখে পালিয়ে গেল। এই সংবাদ শুনে সকলেই বাঙড়ের বনে গিয়ে স্ব স্ব হৃত দ্রব্য ফিরে পেয়েছিল।

ইহা শুনি সর্বলোক বাঙড়েরে ধাত্র।
জার জেই দ্রব্য সর্বলোক গিয়া পাত্র॥ [৫৫]

শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যের আচরণে যেমন ছিল নানাবিধ দৌরাত্ম্য এবং সেই দৌরাত্ম্যের মধ্যে নব নব উন্মেষশালিনী সহজাত প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছিল, তেমনি ছিল সকল কিছুকেই উপহাস বা উপেক্ষা করার বিদ্রোহী মনোভাব এবং দুঃসাহস। উত্তরকালে শ্রী গৌরাঙ্গ মনুষ্যত্বকে মর্যাদা দিয়ে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, শৈশবেই বিদ্রোহাত্মক মনোভাবের বীজ আবিষ্কার করা যায়।

সুতরাং চূড়ামণি দাস যথার্থই বলেছেন -

লোকে কয়ে বালকের অদ্ভুত চরিত।
যত যত কর্ম করে যহা বিপরীত।। ৫৬

অদ্বৈতপ্রকাশকার জানিয়েছেন, গৌরাঙ্গের পাঁচ বৎসর বয়সে জগন্নাথ পুত্রের হাতে খড়ি দিয়ে বিদ্যারম্ভ করিয়েছিলেন -

গৌরের বয়স যবে পাঁচ বৎসর হৈল।
শুভক্ষণে মিশ্র তাঁর হাতে খড়ি দিল।।
লোকে শ্রুতিধর বড় গৌরাঙ্গ শ্রীমান্।
অল্পকালেতে তাঁর হৈল সর্বজ্ঞান।। ৫৭

বর্ণপরিচয় কোন্ গুরুর কাছে হয়েছিল ঈশান নাগর সে তথ্য জানান নি। সম্ভবতঃ পিতা জগন্নাথই পুত্রকে বর্ণ-পরিচয় করিয়েছিলেন। বৃন্দাবন দাস নিমাই-এর হাতে খড়ি, তৎপরে কর্ণবেধ ও চূড়াকরণ সংস্কারের বিবরণ দিয়েছেন। তিনিও গুরুর নাম উল্লেখ করেননি, বিদ্যারম্ভের কালে বিদ্যার্থীর বয়সের উল্লেখ করেননি। সাধারণতঃ পঞ্চম বর্ষে বিদ্যারম্ভের বিধি প্রচলিত থাকায় অদ্বৈত প্রকাশকারের বিবরণ যথার্থ মনে হয়। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন -

হেন মতে ক্রীড়া করে গৌরাঙ্গ গোপাল।
হাতে খড়ি দিবার হইল আসি কাল।।

শুভ দিনে শুভক্ষণে মিশ্র পুরন্দর।
হাতে খড়ি পুত্রের দিলেন বিপ্রবর॥
কিছু শেষে মিলিলা সকল বন্ধুগণ।
কর্ণবেধ করিলেন শ্রীচূড়াকরণ॥ ৫৮

নিমাই-এর প্রতিভা বিদ্যারম্ভ থেকেই প্রকাশ পেতে থাকে। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন -

দৃষ্টিমাত্র সকল অক্ষর লিখি যায়।
পরম বিস্মিত হইয়া সর্বজনে চায়॥
দিন দুই তিনেতে পড়িল সর্বফলা। ৫৯

জয়ানন্দ জানিয়েছেন যে বিদ্যারম্ভের গুরু ছিলেন সুদর্শন ওঝা(পণ্ডিত)। গৌরাঙ্গ স্বয়ং একদিন প্রভাতে দলবল সঙ্গে করে সুদর্শন পণ্ডিতের বাড়ী গিয়ে বর্ণজ্ঞান অর্জন করেছিলেন।

আর দিন প্রভাতে বালক সব সঙ্গে।
সুদর্শন পাত্রের বাড়ী গেল নিজ রঙ্গে॥
ক খ চৌতিশাক্ষর কাঠিনেতে দেখি।
হামাকুড়ি দিয়া পড়ে গুরু মাত্র দেখি॥
ক খ ইহার নাম গুরুরে জিজ্ঞাসে।
আওক আসম্মপড়িয়া অট্ট অট্ট হাসে॥ ৬০

এ বিবরণে আতিশয্য আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু সুদর্শন পণ্ডিত যে গৌরচন্দ্রের প্রাথমিক শিক্ষা-গুরু হতে পারেন না তা নয়।

মুরারি গুপ্ত লিখেছেন -

ততঃ পপাঠ স পুনঃ শ্রীমান্ শ্রীবিষ্ণুপণ্ডিতাৎ।
সুদর্শনাৎ পণ্ডিতাচ্চ শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতাৎ॥ [৬১]

- অতঃপর পিতার মৃত্যুর পর নিমাই আবার শ্রীবিষ্ণু পণ্ডিত, সুদর্শন পণ্ডিত এবং শ্রী গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করতে প্রবৃত্ত হলেন।

কবি কর্ণপূর লিখেছেন, বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের পরে নিমাই লেখাপড়া করে পিতামাতার পরিচর্যা করে ও সমবয়স্ক সঙ্গী বালকদের সঙ্গে খেলা করে কাল কাটাতেন।

পঠন্ সপর্য্যাপর এব সর্বদা
তয়োর্যথাকারুণিকঃ সুখাবহঃ।
বয়স্যভাবেন বয়স্যবালকৈ
নিরন্তরং খেলতি খেলয়ত্যপি॥ [৬২]

- শ্রীগৌরাঙ্গ সর্বদা পিতামাতার সেবায় তৎপর হয়ে লেখাপড়া করতে করতে সখ্যভাবে বয়স্য বালকদের সঙ্গে নিরন্তর খেলা করতে লাগলেন।

পপাঠ সৎপণ্ডিত বিষ্ণুনাম্নঃ
সুদর্শনাদপ্যতি হর্ষভাজঃ।
গুরুত্বমাকল্প্য মহানুকম্পাং
চকার হর্ষাদনয়োঃ কিমেষঃ॥
ততশ্চ বৈয়াকরণাৎ স গঙ্গা -
দাসাদভূৎ প্রত্যনুভূত বিদ্যঃ। [৬৩]

- বিষ্ণু নামক সৎপণ্ডিত এবং অতি আনন্দভাজন সুদর্শনের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গ পাঠ নিয়েছিলেন। তিনি কি মহৎ অনুকম্পাবশতঃ তাঁদের গুরুত্বে বরণ করেছিলেন ? তারপর তিনি বৈয়াকরণ গঙ্গাদাসের নিকটে কৃতবিদ্য হয়েছিলেন।

বিশ্বম্ভরের সহপাঠী মুরারির বিবরণ সর্বপ্রথম গ্রাহ্য। কবিরাজ গোস্বামী খুব অল্পকথায় শ্রীগৌরাঙ্গের বিদ্যার্জনের উল্লেখ করেছেন।

কতদিনে মিশ্রপুত্রের হাতে খড়ি দিল।
অল্প দিনে দ্বাদশকলা অক্ষর শিখিল॥ ৬৪

লোচন দাস ঠাকুরের বিবরণে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহনের পরে জগন্নাথ কনিষ্ঠ পুত্রের কর্ণবেদ, চূড়াকরণ ও নবমবর্ষে উপনয়ন দেওয়ার পর ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন।

চূড়াকরণ কর্ণবেদ করিল তখন॥
আনন্দিত হৈল সব নদীয়া নগরী।
বিশ্বম্ভর মুখ দেখি আপনা পাসরি॥
* * * *
নবম বরিসে পুত্রের যোগ্য সময়।
উপবীত দিব বলি চিন্তিল হৃদয়॥
* * * *
হেন মতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
পড়িবারে গেলা বিষ্ণু পন্ডিতের ঘর॥
সুদর্শন আর গঙ্গাদাস যে পন্ডিত।
পড়িলা জগত-গুরু তা সভার হিতে॥ ৬৫

লোচন, মুরারি ও কবিকর্ণপূরকে অনুসরণ করেছেন।

'অদ্বৈত প্রকাশ' অনুসারে পাঁচ বৎসরে হাতে খড়ি দেওয়ায় অল্পপরে বর্ণজ্ঞান সমাপ্ত হলে গঙ্গাদাস পন্ডিতের টোলে জগন্নাথ মিশ্র পুত্রকে পড়তে দিয়েছিলেন, দুই বৎসর ব্যাকরণ অধ্যয়ন সমাপ্ত হলে তবে গৌরের উপনয়ন হয়েছিল। ৬৬ ৬৭

মুরারিগুপ্ত গৌরাঙ্গের বিদ্যার্জন ও পরিহাস রসিকতা সম্পর্কে লিখেছেন -

ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ বিদ্যাং যে পণ্ডিতমহত্তমাঃ।
তেষাং মহোপকারায় তেভ্যো বিদ্যাং গৃহীতবান্॥
লোকশিক্ষামনুচরন্ মায়ামনুজ বিগ্রহঃ।
ততঃ পঠন পণ্ডিতেষু শ্রীমৎ সুদর্শনেষু চ॥
সতীর্থৈঃ প্রহসন্ বিপ্রৈর্হ সদ্ভিঃ পরিহাসকম্।
উবাচ বঙ্গ জৈবাক্যৈ রসজ্ঞঃ সস্মিতাননঃ॥ [৬৭]

- যে সকল শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকে বিদ্যাদান করতেন, তাঁদের মহৎ উপকার করার উদ্দেশ্যেই বিশ্বম্ভর তাঁদের কাছ থেকে বিদ্যা গ্রহণ করেছিলেন। মায়ায় মনুষ্যদেহধারী লোকশিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে শ্রীমৎ সুদর্শন পণ্ডিতের নিকট পড়ে সতীর্থ বিপ্রগণের দ্বারা উপহাসিত হয়ে হাস্যমুখে রসজ্ঞ গৌরাঙ্গ বঙ্গাল ভাষায় পরিহাসজনক বাক্য বলতেন।

মুরারির বক্তব্য থেকে মনে হয়, সুদর্শন পণ্ডিত, বিষ্ণু পণ্ডিত ও গঙ্গাদাস পণ্ডিত ভিন্ন অন্যান্য পণ্ডিতদের কাছেও নিমাই পাঠ গ্রহণ করেছিলেন।

বিশ্বম্ভর যখন ছাত্র, হঠাৎ একদিন জগন্নাথ মিশ্র জ্বরে আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন -

দৈবযোগেন তস্যাভূজ্জ্বরঃ প্রাণাপহারকঃ।
অতস্তং তাদৃশং দৃষ্ট্বা সহমাত্রা স্বয়ং হরিঃ॥
জগাম জাহ্নবীতীরে নিজভক্তৈঃ সমাবৃতঃ।
শ্রীমান বিশ্বম্ভরো দেবো হরিকীর্তনতৎপরৈঃ॥ [৬৮]

- দৈবযোগে তাঁর প্রাণহারী জ্বর হয়েছিল, সুতরাং তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে হরি শ্রীমান্ বিশ্বম্ভর দেব স্বয়ং মায়ের সঙ্গে ভক্তবৃন্দ বেষ্টিত হয়ে হরি সংকীর্তন করতে করতে গঙ্গাতীরে নিয়ে গেলেন।

বিদ্যার্জন শেষ হল শ্রীগৌরাঙ্গের। তখন তাঁর বয়স মাত্র ষোল বৎসর। সঞ্জয় মুকুন্দের বাড়ীতে চন্ডীমন্ডপে চতুষ্পাটি খুলে গৌরচন্দ্র অধ্যাপনা শুরু করলেন। এই সময় ষোল বৎসর বয়সে শ্রীগৌরাঙ্গের বিবাহ হয় বল্লভ আচার্যের কন্যা লক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে।

গৌরচন্দ্র বিষয়ক পদগুলি অবলম্বনে চৈতন্য-জীবনালেখ্য :

বৈষ্ণব সাধকের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গ একাধারে পথ এবং প্রাপ্তি। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের বিচারে শ্রীগৌরাঙ্গ একই সঙ্গে অবলম্বন এবং উদ্দীপন বিভাব। ব্রজলীলার নিগূঢ় রহস্যের নিরূপণ ও নির্ভুল মর্মোদ্‌ঘাটন তাঁর আচারে ও আচরণে।

শ্রীচৈতন্যের সমকালীন প্রত্যক্ষদর্শী পরিকরদের হাতেই গৌরপদাবলীর প্রথম প্রবর্তনা। তাঁদের রচনায় প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে অন্তরের আরাধনা ও আকূতির আশ্চর্য মিলন। গৌরপদ রচনায় বাস্তব অভিজ্ঞতা যাঁদের হাতে ছিল তাঁদের মধ্যে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য হলেন নরহরি সরকার, বাসুদেব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, শিবানন্দ সেন, পরমানন্দ গুপ্ত, রামানন্দ বসু, মুরারি গুপ্ত, বংশীবদন দাস। এঁদের রচিত গৌরপদাবলীতে ঐতিহাসিক গুরুত্বের সঙ্গে কাব্যমূলের মণিকাঞ্চন সংযোগ। একথা স্বীকার্য যে, নিছক কাব্যোৎকর্ষের দিক দিয়ে পরবর্তীকালের রচিত গৌরপদগুলি স্বাদু এবং সুন্দর, তবে সেগুলিতে শিল্পের স্বাক্ষর যে পরিমাণে বিদ্যমান, প্রত্যক্ষ দর্শনের বাস্তবতাবোধ ও অভিজ্ঞতা সেই পরিমাণে অনুপস্থিত।

একটি অত্যাশ্চর্য আবির্ভাবের সম্মুখে সমকালীন কবিকূলের দৃষ্টি কতখানি বিস্ময়-বিস্ফারিত তার প্রমাণ ও পরিচয় পাই নরহরি সরকারের একটি পদে।

গৌরলীলা দরশনে ইচ্ছা বড় হয় মনে
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি
মুঞি তো অতি অধম লিখিতে না জানি ক্রম
কেমন করিয়া তাহা লিখি।
এ গ্রন্থ লিখিবে যে এখন জন্মে নাই সে
জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু
ভাষায় রচনা হৈলে বুঝিবে লোক সকলে
কবে বাঞ্ছা পুরাবেন পহু।
গৌরপদাধরলীলা আদ্রব কয়েক শিলা
কার সাধ্য করিবে বর্ণন
সারদা লিখেন যদি নিরন্তর নিরবধি
আর সদাশিব পঞ্চানন।
কিছু কিছু পদ লিখি যদি ইহা কেহ দেখি
প্রকাশ করয়ে প্রভু-লীলা
নরহরি পাবে সুখ ঘুচিবে মনের দুখ
গ্রন্থগানে দরবিবে শিলা।

নরহরির অনুমান ও আশা ব্যর্থ হয়নি। পরবর্তীকালের কবিকুল যাঁরা গৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ-দর্শন থেকে বঞ্চিত ছিলেন তাঁরা পূর্ববর্তী পরিকরগণের গৌরপদাবলীর দর্পণে গৌরাঙ্গকে প্রত্যক্ষ করে পরমানন্দে নব ছন্দ-মানে তাঁকে পুনর্বার প্রাণদান করেছিলেন।

গৌরপদাবলীর যে অংশটি শ্রীচৈতন্যের লৌকিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত সে অংশে মানবিক অনুভব ও অনুভূতির, অন্তরের আনন্দ বেদনা ও আকূতির অনাবিল

ও একচ্ছত্র প্রকাশ। শ্রী চৈতন্য ছিলেন প্রেমের সাধক, প্রেমের পুরুষ, প্রেমের জীবন্ত নায়রূপ। তিনি শুধু যে দুহাতে ভালবাসা বিলিয়েছেন তাই নয়, দুহাতে ভালোবাসা কুড়িয়েছেন। সমকালীন দেশকালের অসীম ভালোবাসা ও ঐকান্তিক অনুরাগের আলোকে তাঁর মূর্তিটি বারংবার উদ্ভাসিত হয়েছে গৌরপদাবলীর পরিমন্ডলে।

গৌরপদাবলীর এক আশ্চর্য সুন্দর পদকর্তা চৈতন্য-পরিকর বাসুদেব ঘোষ। যে রজনীতে গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহন করে সংসার ছেড়ে চলে যান সেই রজনীর বার্তা ও বিলাপ তাঁর রচনায় অপরূপ-কবিত্বে বাঙ্ময় হয়েছে। পদটিতে তথ্যের অপলাপ নেই।

শুধা খাটে দিল হাত বজ্র পড়িল মাথাত
বুঝি বিধি মোরে বিড়ম্বিল।
করুণা করিয়া কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধে
শচীর মন্দির কাছে গেল।।
শচীর মন্দিরে আসি দুয়ারের কাছে বসি
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
শয়ন মন্দিরে ছিল নিশা অন্তে কোথা গেল
মোর মুন্ডে বজর পাড়িয়া।।

পদকর্তা বাসু ঘোষ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ঘটনার বর্ণনায় যেন নিজস্ব কবিভাষা ব্যবহার করতে ভুলে গিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সাধ্বীর অতি-মহৎ দুঃখের বার্তা প্রকাশ করেছেন। পদের পরবর্তী অংশটিও অনুধাবন করবার মতো।—

গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে নিদ্রা নাহি দুনয়নে
শুনিয়া উঠিল শচীমাতা।
আলু থালু বেশে যায় বসন না রহে গায়
শুনিয়া বধুর মুখে কথা।।

ত্বরিতে জ্বালিয়া বাতি দেখিলেন ইতি উতি
কোন ঠাঁই উদ্দেশ না পাইয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ সাথে কান্দিয়া কান্দিয়া পথে
ডাকে শচী নিমাই বলিয়া॥

মাতা-বধূর বিষাদ ও বিলাপের স্রোতধারায় বাসু ঘোষ সমগ্র নদীয়ার শোকাশ্রুকে সংযুক্ত করে কারুণ্যের যে অথৈ সায়র সৃষ্টি করেছেন তাতে চিরন্তন সত্যের পরাগাথা তাৎক্ষণিক তথ্যের কমলটি অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে।

তা শুনি নদীয়ার লোকে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে শোকে
যারে তারে পুছেন বারতা।
একজন পথে যায় দশজনে পুছে তায়
গৌরাঙ্গ দেখেছ যেতে কোথা॥
সে বলে দেখেছি যেতে আর কেহ নাহি সাথে
কাঞ্চননগরের পথে ধায়।
বাসু কহে আহা মরি আমার শ্রীগৌরহরি
পাছে যেন মস্তক মুড়ায়॥

মমতাময়ী মাতা, পরমাসুন্দরী পতিপ্রাণা পত্নী এবং পরম রমণীয় গৃহ সুখ পরিত্যাগ করে গৌরচন্দ্রের এই সন্ন্যাস গ্রহণ সমসাময়িক দেশকালে যে প্রশ্নাতীত কান্নার করুণা-রোল তুলেছিল বাসুদেব ঘোষের পদে প্রত্যক্ষধর্মিতার সঙ্গে প্রগাঢ় সংবেদনার সুচারু বিন্যাসে তারই নির্ভুল ও নিপুণ প্রতিফলন।

কি লাগিয়া দণ্ড ধরে অরুণ বসন পরে
কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ।
কি লাগিয়া মুখ চান্দে রাধা রাধা বলি কান্দে
কি লাগিয়া ছাড়িল নিজ দেশ॥

শ্রী বাসের উচ্চরায় পাষাণ মিলাঞা যায়
গদাধর না জিয়ে পরাণে।
বহিছে তপত ধারা যেন মন্দাকিনী পারা
যুকুন্দের ও দুই নয়নে॥
সকল মোহান্ত ঘরে বিধাতা বুঝাইয়া ফিরে
তবু স্থির নাহি হয় কেহ।
জলন্ত অনল হেন রমণী ছাড়িল কেন
কি লাগি ত্যজিল তার লেহ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসগ্রহনজনিত ব্যথা-বেদনা ও বিলাপে ভারাক্রান্ত হয়ে আছে গৌর-পদাবলীর এক বিরাট ভূখন্ড। সেখানে শচীমাতার আর্ত হাহাকার, বিষ্ণুপ্রিয়ার বেদনাহত নয়নের নীরব উষ্ণধারা, পরিকরগণের বক্ষবিদীর্ণ হাহাকারধ্বনি এবং সমগ্র নদীয়াবাসীর বিষন্ন বক্ষের বিগলিত বেদনার ধারাপ্রবাহ শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পটভূমিকাটিকে অশ্রু সজল করে রেখেছে। বাসুদেব ঘোষের ভ্রাতা গোবিন্দ ঘোষের পদেও সেই পরিবেশ-টিকেই প্রত্যক্ষ করি -

হেদেরে নদীয়াবাসী কার মুখে চাও।
বাহু পসারিয়া গোরাচাঁদেরে ফিরাও॥
তো সবারে কে আর করিবে নিজ কোরে।
কে যাচিয়া প্রেম দিবে দেখিয়া কাতরে॥
আর না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ।
আর না করিব মোরা কীর্তন-বিলাস॥
কান্দয়ে ভকতগণ বুক-বিদারিয়া।
পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মরিয়া॥

পরিকরগণের এই বুক ফাটা আর্তনাদের পাশাপাশি বিষ্ণুপ্রিয়ার নীরব ক্রন্দনের নিগূঢ়

বেদনা স্থিরচিত্রে ধরা আছে পদকর্তা প্রেমদাসের পদে।

যেদিন হইতে গোরা ছাড়িল নদীয়া।
তদবধি আহার ছাড়িলা বিষ্ণুপ্রিয়া॥
দিবানিশি নিয়ে গোরা নাম সুধাখানি।
কভু শচীর অবশেষে রাখয়ে পরাণী॥

দুই এক সহচরী কভু কাছে থাকে॥
হেনমতে নিবসয়ে প্রভুর ঘরণী।
গৌরাঙ্গ বিরহে কাঁদে দিবস রজনী॥

দিনের আলো এবং রাত্রির অন্ধকার একাকার হয়ে গিয়েছে বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনে। বিষ্ণুপ্রিয়া গৃহবধূ, তাই তাঁর সুতীব্র বেদনাকে বুকের মধ্যে চেপে রাখতে হয়েছে শোভনতা ও শালীনতার দায় রক্ষার খাতিরে। এ বিষয়ে বৈষ্ণব পদকর্তাদের সংযম শুধু সামাজিকতার দায় রক্ষা করেনি, কাব্যলক্ষ্মীরও মানরক্ষা করেছে। ভাষাহীন বেদনা সীমাহীন ব্যঞ্জনায় মধুর ও বিধুর হয়েছে বিষ্ণুপ্রিয়ার লোকস্তব্ধ মূর্তিটিকে ঘিরে। গৌরপদাবলীর এই অংশটিকে গৌরপ্রিয়া "একাকিনী শোকাকুলা আঁধার কুটীরে।"

সে তুলনায় শচীমাতার শোক অতিশয় সোচ্চার। পুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণের বেদনায় ব্যথাতুরা মাতৃহৃদয় সশব্দে আছড়ে পড়েছে শোক-সমুদ্রের বালুকাবেলায়। মুরারি গুপ্তের দৃষ্টিপথ অনুসরণ করে রোরুদ্যমানা সেই মমতাময়ী মাকে প্রত্যক্ষ করি এই রূপে -

ধর, ধর ধর ওরে নিতাই
আমার গৌরে ধর।
আছড়ে সময়ে অনুজ বলিয়া
বারেক করুণা কর॥

আচার্য গোসাঞি দেখিহ নিতাই
আমার আঁখির তারা।
না জানি কি ভেণে নাচিতে কীর্তনে
পরাণে হইব হারা॥

অবশ্য পদকর্তা বংশীবদন দাস শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের পটভূমিকায় মাতা ও বধূর মিলিত কণ্ঠের সরব ক্রন্দনের কথাও আমাদের শুনিয়েছেন এবং প্রতিবেশী প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যকে অস্বীকার করারও কোনো হেতু নেই [৬১] কিন্তু পদটি খুঁটিয়ে পড়লে দেখা যাবে যে, চোখের জলে উভয়ের বুক ভেসে গেলেও কথাগুলি মর্মমূল ভেদ করে বেরিয়ে এসেছিল একটি কণ্ঠ থেকেই : সে কণ্ঠটি শচীমাতার। শোকের এই ঐক্যতানে বিষ্ণুপ্রিয়ার ভূমিকা ছিল ছিল নীরব ক্রন্দনময়ী সর্বহারা নারীর। 'আমরা' শব্দটির প্রয়োগ সত্ত্বেও সূক্ষ্মদর্শী পাঠক স্বীকার করতে বাধ্য যে, এখানেই বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষাহীন বেদনার বিষাদ প্রতিমা। অবশ্য স্বীকার্য যে, সেই শোকাহত বিষাদের প্রতি মাটির সান্নিধ্যে শচীমাতার উত্তরোল ক্রন্দন শোকের সুর মূর্ছণায় লক্ষণীয় গুণবৃদ্ধি - সমৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হয়েছে।

আর না হেরিব প্রসর কপালে
অলকা তিলক কাচ
আর না হেরিব সোনার কমলে
নয়ন খঞ্জন নাচ,
আর না পাচিবে শ্রীবাস-মন্দিরে
ভকত চাতক লইয়া
আর কি নাচিবে আপনার ঘরে
আমরা দেখিব চাহিয়া।

আর কি দু ভাই নিমাই নিতাই
নাচিবেন একঠাঁই
নিমাই করিয়া ফুকরি সদাই
নিমাই কোথাও নাই।
নিদয় কেশব ভারতী আসিয়া
মাথায় পাড়িল বাজ
গৌরাঙ্গ-সুন্দর না দেখি কেমনে
রহিব নদীয়া মাঝ।
কেবা হেন জন আনিবে এখন
আমার গৌর রায়
শাশুড়ী বধুর রোদন শুনিয়া
বংশী গড়াগড়ি যায়।

সমসাময়িক পরিকরগণের দৃষ্টি-বিধৃত শ্রীগৌরাঙ্গের শৈশব-কৈশোরের ছবিগুলি যেমন স্বাভাবিক তেমনি সুন্দর। পদকর্তা বাসুদেব ঘোষের দৃষ্টি পথ অনুসরণ করে দেখি -

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়॥
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না হেরিনু।
বয়নে বসন দিয়া বলে লুকাইনু॥
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন গমনে॥
বাসুদেব ঘোষ বলে অপরূপ শোভা।
শিশু-রূপ দেখি হয় জগ-মন লোভা॥

লক্ষণীয় যে, এই জাতীয় পদে তত্ত্ব কথা নয়, বাস্তব কথারই প্রাধান্য, এগুলি শ্রীগৌরাঙ্গ রূপী মানব শিশুরই মধুর মনোহর দৃষ্টি-চিত্র। সত্যের খাতিরে একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, গৌরপদাবলীর যে অংশটিতে গৌরাঙ্গের বাল্যলীলার অথবা সন্ন্যাসগ্রহন এবং তজ্জনিত আত্মীয়-পরিকরগণের বিষাদ ও বিলাপের বর্ণনা সেই অংশটিতেই ইতিহাসের সায় এবং কাব্যের স্বাদ সর্বাধিক।

রামানন্দ বসু মহাপ্রভুর কীর্তন নৃত্য বর্ণনা করেছেন - কারণ তিনি তা স্বচক্ষে দেখেছেন।

নাচয়ে চৈতন্য চিন্তামণি।
বুক বাহি পড়ে ধারা
মুকুতা গাঁথনি॥
প্রেমে গদ গদ হৈয়া ধরণী লোটায়।
হুহুঙ্কার দিয়া ঘেনে উঠিয়া দাঁড়ায়॥
ঘন ঘন দেন পাক উর্ধ্ববাহু করি।
পতিত জনারে, পহুঁ বোলায় হরি হরি॥
হরিনাম করে গান জপে অনুক্ষণ।
বুঝিতে না পারে কেহ বিরল লক্ষণ॥
অপার মহিমা গুণ জগজনে গায়।
বসু রামানন্দে তাহে প্রেমধন চায়॥

শ্রীচৈতন্যের অন্যতম অনুচর পরমানন্দ গুপ্তের চৈতন্য বন্দনা সরল ও সাবলীল :-

পরশমণির সঙ্গে কি দিব তুলনা রে
পরশ ছোঁয়াইলে হয় সোনা।
আমার গৌরাঙ্গের গুনে নাচিয়া গাইয়ারে
রতন হইল কত জনা॥
শচীর নন্দন বনমালী।
এ তিন ভুবনে যার তুলনা দিবার নাই,
গোরা মোর পরাণ পুতলি॥

শিবানন্দ সেন শ্রীচৈতন্যের বর্ণনা দিয়েছেন -

সোনার বরণ গোরা প্রেম বিনোদিয়া।
প্রেমজলে ভাসাওল নগর নদীয়া॥

পরিসর বুক বাহি পড়ে প্রেম ধারা।
নাহি জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ারা।।
গদাধর অঙ্গে পহুঁ অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবন গুণ শুনে মগন হইয়া।।
রাধা রাধা বলি পহুঁ পড়ে মুরছিয়া।
শিবানন্দ কাঁদে পহুঁর ভাব না বুঝিয়া।।

শান্তিপুরে অদ্বৈত গৃহে কিছুদিন অবস্থান করার পর শ্রীগৌরাঙ্গ যখন নীলাচল পথযাত্রী তখন আবার আকাশে বাতাসে বেজেছে পরিকর-পরিজনদের প্রিয়জন বিচ্ছেদের করুণ আর্তধ্বনি। পদকর্তা মুকুন্দ বর্ণিত অদ্বৈতের এই বিলাপের মধ্যে সেদিনের আকাশে বাতাসে মূর্ছিত সুরের রেশ আজও অম্লান।

আরে আমার গৌরাঙ্গ গোপীনাথ
যাবার লাগিয়া গেহ গুরু ছোড়ন
সেহি করল পরমাদ।
অপরূপ বেশ কেশ সব মুণ্ডন
পিন্ধন অরুণ কৌপীন
যে পহু ত্রিভুবন রস-উল্লসিত
সেহি বেশ সন্ন্যাসী প্রবীণ।
ক্রিহা গুণ সোঙরি রোয়ত শান্তিপুর-নাথ
যব পহু নীলাচলে যাই
হেরইতে-প্রেম-অঙ্গ মুকুন্দ মন ভুলল
লগাওত লোক বুঝাই।

প্রত্যক্ষ দর্শনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় বেদনায় গুমরে কেঁদে উঠছে পরবর্তীকালের পদকর্তাদের পদে। এ বিষয়ে গোবিন্দ দাসের বিলাপটুকু বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। পদটি শ্রীরাধার পূর্বরসের তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা এবং শ্রীগৌরাঙ্গের এক সম্ভ্রান্ত শিল্পচিত্র।

ভাবের সংযোজনাও ঘটেছিল, লক্ষ্য ছিল বৃন্দাবন-লীলার অনুগত ও উপযুক্ত আবহ পরিমণ্ডল সৃষ্টি, এক কথায় উপযুক্ত গৌরচন্দ্রিকার সৃষ্টি। গৌরপদাবলীর সংখ্যা, স্বাদুতা ও বৈচিত্র্য সৃষ্টির মূলে গৌরচন্দ্রিকার হাত অনেকখানি।[৭০]

নির্দেশিকা

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' (অতঃপর চৈ.চ. অথবা তদেব), নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, জেনারেল লাইব্রেরী, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৮ সাল পৃ.১০৮

২. নিত্যানন্দ দাস ও যশোদালাল তালুকদার সম্পাদিত ও প্রকাশিত, 'প্রেমবিলাস', (অতঃপর প্রে.বি.) বাগবাজার পত্রিকা অফিস, কলিকাতা, ১৩২০, পৃ.২৪২

৩. জয়ানন্দ, 'চৈতন্যমঙ্গল', (অতঃপর জয়ানন্দের চৈ.ম.) বিমানবিহারী মজুমদার ও সুখময় মুখোপাধ্যায়, এসিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯৭১, পৃ.১৩৩

৪. কবিকর্ণপুর, 'গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা', রবীন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদিত, ১ম সং - ১৯৯৪ পৃ.১০-১১

৫. জয়ানন্দের চৈ.ম. পৃ.১০

৬. তদেব পৃ.১০-১১

৭. তদেব পৃ.১৪৪

৮. মুরারি গুপ্তের কড়চা - পৃ.৩

৯. তদেব পৃ.৩

১০. Dinesh Chandra Sen, 'Chaitanya and His age", (C.U.) 1922, p.103-4

১১. দীনেশচন্দ্র সেন, 'বৃহৎবঙ্গ' (১ম ও ২য় খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, দে'জ পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৩, পৃ.৬১৮

১২. জয়ানন্দের চৈ.ম. পৃ.১৩

১৩. কবিকর্ণপুর, 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্', প্রাণকিশোর গোস্বামী সম্পাদিত ও প্রকাশিত, শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির, কলিকাতা, ১ম সং - ১৩৭৭ সাল, পৃ.১৪

১৪. মুরারি গুপ্তের কড়চা - পৃ.৪

১৫. প্রে.বি. পৃ.২৪২

১৬. চৈ.চ. মহাকাব্য - পৃ.১৪

১৭. মুরারি গুপ্তের কড়চা - পৃ.৮০

১৮. চৈ.চ. মহাকাব্য - পৃ.১৫

১৯. চৈ.চ. পৃ.১০৮

২০. চৈ.চ. মহাকাব্য - পৃ.১৫

২১. মুরারি গুপ্তের কড়চা - পৃ.৪

২২. চৈ.চ. মহাকাব্য - পৃ.১৫

২৩. তদেব - পৃ.১৬

২৪. বৃন্দাবন দাস, 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', (অতঃপর চৈ.ভা.), সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, দেবসাহিত্য কুটীর প্রা.লি., কলিকাতা ২য় সং, ১৩৬৯ সাল পৃ.১৭

২৫. মুরারি গুপ্তের কড়চা - পৃ.৪

২৬. চৈ.ভা. পৃ.৪০

২৭. তদেব পৃ.৪১

২৮. মুরারি গুপ্তের কড়চা - পৃ.১৮

২৯. তদেব - পৃ.১৮

৩০. চৈ.চ. মহাকাব্য - পৃ.৩৬

৩১. চৈ.ভা. পৃ.৪২

৩২. জয়ানন্দের চৈ.ম. পৃ.২৬

৩৩. প্রে.বি. পৃ.২৪২

৩৪. লোচন দাস, 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল', (অতঃপর লোচনের চৈ.ম.) ভগবান দাস মহান্ত সম্পাদিত, বুড়ি আমবাগান, নবদ্বীপ, নদীয়া, ১ম সং, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ - পৃ.৪৯

৩৫. চৈ.ভা. পৃ.২৫

৩৬. চৈ.চ. পৃ.৪২

৩৭. তদেব পৃ.১১০

৩৮. জয়ানন্দের চৈ.ম. পৃ.১৮

৩৯. মুরারি শুপ্তের কড়চা - পৃ.১৪

৪০. ঈশাননাগর, 'অদ্বৈত প্রকাশ', (অতঃপর অ.প্র.) সতীশচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত, আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৩৩, পৃ.৪৪

৪১. জয়ানন্দের চৈ.ম. পৃ.১৮

৪২. চৈ.ভা. পৃ.২৭

৪৩. চৈ.চ. পৃ.১১৩

৪৪. মুরারি শুপ্তের কড়চা - পৃ.১৫

৪৫. চৈ.চ. মহাকাব্য - পৃ.২৮-২৯

৪৬. জয়ানন্দের চৈ.ম. পৃ.২৯

৪৭. চৈ.চ. মহাকাব্য - পৃ.৩১

৪৮. মুরারি শুপ্তের কড়চা - পৃ.১৬

৪৯. চৈ.চ. মহাকাব্য - পৃ.৩২

৫০. জয়ানন্দের চৈ.ম. পৃ.১৯

৫১. তদেব - পৃ.২০

৫২. চৈ.চ. পৃ.১১৩

৫৩. মুরারি শুপ্তের কড়চা - পৃ.১৫

৫৪. চূড়ামণি দাস, 'গৌরাঙ্গ বিজয়', সুকুমার সেন সম্পাদিত, এসিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯৫৭, পৃ.৫৫

৫৫. তদেব - পৃ.৫৫

৫৬. তদেব পৃ.৫৩

৫৭. ঈশান নাগরের অ.প্র. - পৃ.৪৪

৫৮. চৈ.ভা. পৃ.৩৫

৫৯. তদেব - পৃ.৩৫

৬০. জয়ানন্দের চৈ.ম. পৃ.২২

৬১. মুরারি শুপ্তের কড়চা - পৃ.২২

৬২. চৈ.চ. মহাকাব্য - পৃ.৩৯

৬৩. তদেব - পৃ.৪৬

৬৪. চৈ.চ. পৃ.১১৫

৬৫. লোচনের চৈ.ম. পৃ.৭৩, ৭৫ এবং ৮৩

৬৬. ঈশাননাগরের অ.প্র. পৃ.৪৪-৪৫

৬৭. মুরারি শুপ্তের কড়চা - পৃ.২২

৬৮. তদেব পৃ.২১

৬৯. হরিপদ চক্রবর্তী ও শিবচন্দ্র লাহিড়ী সম্পাদিত, 'বৈষ্ণব পদ-নৈবেদ্য', দি ঢাকা স্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১ম সং, ১৩৮৩, পৃ.১

৭০. সতী ঘোষ সম্পাদিত 'প্রত্যক্ষদর্শীর কাব্যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য' জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স লি:, কলিকাতা, ১৩৬১ সাল। এই গ্রন্থ থেকে পদকারদের পদগুলি সংগৃহীত হয়েছে - তাই পদগুলির মূল সঙ্কলন গ্রন্থের সংখ্যা দেওয়া হয়নি। পৃ. ৮৮ - ১৪৭